তামাক ব্যবসায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ার অন্তরায়

জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সার্বিক উন্নয়নে বড় হুমকি 'তামাক'। বিশ্বব্যাপী তামাকের ব্যবহার প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান কারণ। ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের কারণে ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ (সিওপিডি), ডায়বেটিসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বছরে ৮০ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে।[১] এর মধ্যে পরোক্ষ ধূমপানের কারণে মারা যায় ১২ লক্ষ অধূমপায়ী, যার অধিকাংশই শিশু ও নারী (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৯)। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস সার্জন জেনারেলের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-এ বলা হয়েছে, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭,০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। তার মধ্যে ২৫০টি রাসায়নিক মারাত্মক ক্ষতিকর, যেগুলো মানবদেহে বিভিন্ন রোগব্যাধি সৃষ্টির জন্য দায়ী। ৭০টির অধিক রাসায়নিক শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাণঘাতী ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশেও তামাকের প্রভাব মারাত্মক ক্ষতিকর। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০১৭ অনুযায়ী, ১৫ বছরের উর্ধ্ব জনগণের ৩৫.৩% (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ) তামাকজাত দ্রব্য সেবন করে। এছাড়া অধূমপায়ীদের বড় অংশ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। বাড়িতে ৪ কোটি ১০ লক্ষ এবং গণপরিবহন ও জনসমাগমস্থলে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়। তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বছরে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, সরকার তামাক খাত হতে যত টাকা বেশি রাজস্ব আয় করে তার চাইতে বেশি অর্থ তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যয় হয়।[২] এছাড়া ধূমপান হচ্ছে মাদক সেবরনের প্রবেশ পথ। মাদকাসক্তদের ৯৫% ধূমপায়ী।[৩]

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ট্যোবাকো কন্ট্রোল-এফসিটিসি'তে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে এবং এর আলোকে ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয়, এবং ২০১৩ সালে আইনের সংশোধনী পাস হয়েছে। ২০১৬ সালে 'সাউথ এশিয়ান স্পীকার্স সামিট' এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার ঘোষণা প্রদান করেছেন। তাঁর এ ঘোষণা বাস্তবায়নে উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু একটি তামাক কোম্পানিতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও পরিচালনা পর্ষদে সরকারের প্রতিনিধিত্ব থাকায় সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ ও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এজন্য তামাক কোম্পানি হতে সরকারের শেয়ার ও পরিচালনা পর্ষদ থেকে সরকারের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করা জরুরি।

তামাক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ থেকে সরকারি প্রতিনিধি ও শেয়ার প্রত্যাহার কেন জরুরি?

বৃটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো (বিএটি) বাংলাদেশ-এ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৯.৪৯% শেয়ার রয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা। তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার ও বোর্ডে সরকারি প্রতিনিধি থাকার কারণে তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সময়ের প্রয়োজনে সামান্য এ শেয়ার প্রত্যাহার করা জরুরি।

বিএটি'বিতে শেয়ার (৯.৪৯%)

- *সরকারি শেয়ার = ০.৬৪ শতাংশ*
- *আইসিবি = ৫.৬১ শতাংশ*
- *সাধারণ বীমা = ২.৮৩ শতাংশ*
- *বিডিবিএল = ০.৩৪ শতাংশ*

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা: বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[৪] স্বাস্থ্যহানিকর তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে সরকারের শেয়ার স্বার্থের সংঘাত তৈরী করে। সুতরাং কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য তামাক কোম্পানি থেকে শেয়ার প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক: বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ট্যোবাকো কন্ট্রোল-এফসিটিসি'তে ২০০৩ সালে স্বাক্ষর ও ২০০৪ সালে অনুসমর্থন করেছে। এফসিটিসি'র আর্টিক্যাল ৫.৩ এর গাইডলাইনে (৭.২) চুক্তিভূক্ত দেশসমূহকে তামাক ব্যবসায় বিনিয়োগ না করার সুপারিশ করা হয়েছে।

---

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

[2] Faruque GM, Wadood SN, Ahmed M, Parven R, Huq I, Chowdhury SR. The economic cost of tobacco use in Bangladesh: A health cost approach. Bangladesh Cancer Society. February 23, 2019

[3] Daily Jugantor, Editorial, 21 April 2021

[4] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-29370.html

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বাস্তবায়ন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ: তামাককে বৈশ্বিক উন্নয়নে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচনা করে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এ স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক ৩নং অভীষ্টে এফসিটিসির কার্যকর বাস্তবায়ন ও অসংক্রামক রোগজনিত অকালমৃত্যু এক-তৃতীয়াংশ কমানোর বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করেছে। এছাড়া তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সেবন প্রতিটি ধাপেই জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি করে। এজন্য এসডিজির অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনেও কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

রোগের প্রকোপ, অকালমৃত্যু এবং আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি রোধ: তামাক ব্যবহারের কারণে মৃত্যুবরণকারীদের সিংহভাগই পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি। তামাকজনিত কারণে অসংক্রামক রোগে (ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস) মৃত্যুহার বাড়ছে। বর্তমানে মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশ ঘটে অসংক্রামক রোগে।[৫] যার প্রধান কারণ তামাকজাত দ্রব্য সেবন। অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা ব্যয়বহুল। স্বাস্থ্য খাতে যা বাংলাদেশের জন্য বিরাট বোঝা। তাছাড়া তামাক খাত থেকে সরকারের প্রাপ্ত রাজস্বের চাইতে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয় প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা বেশি। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোগ-বালাই, মৃত্যুহার ও অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি কমানো সম্ভব।

সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ: তামাক কোম্পানিতে ৯.৪৯% শেয়ার রেখে এ ব্যবসা থেকে লভ্যাংশ গ্রহণ সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বিষয়টিকে দ্বৈতনীতি হিসেবেও দেখা হচ্ছে। তামাক কোম্পানিতে সামান্য সরকারি শেয়ার থাকায় লাভবান হচ্ছে কোম্পানি, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সরকার ও জনগণ।

৮ম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও তামাক নিয়ন্ত্রণ: আমাদের দেশের মোট জনগণের ৪৯ শতাংশ তরুণ। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ কর্মক্ষম জনসংখ্যা হবে ৭০ শতাংশ।[৬] সুস্থ-সবল জনশক্তি, নির্মল পরিবেশ-প্রকৃতি জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 'তামাক' মানুষ, প্রকৃতি-পরিবেশ, অর্থনীতিতে এবং সার্বিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারে অসংক্রামক রোগ বাড়ছে। যা স্বাস্থ্য খাতে ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'তামাক নিয়ন্ত্রণ' গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আগামী দিনে সুস্থ সবল জাতি গঠনের স্বার্থে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সুতরাং, তামাক ব্যবসায় সরকারি অংশিদারিত্ব ও প্রতিনিধি রাখা বর্তমানে কোনভাবেই সমিচীন নয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে প্রাণঘাতী পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিতে শেয়ার অসম্মানজনক:

মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর এ পদের বিপরীতে প্রাণঘাতি তামাক কোম্পানি বিএটিবি'তে ০.৬৪% শেয়ার রয়েছে যা অত্যন্ত অসম্মানজনক। যেখানে বাংলাদেশের সংবিধান জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিচ্ছে, সেখানে তামাক কোম্পানিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে শেয়ার থাকাটা কতটা জরুরি তা ভেবে দেখতে হবে।

সরকারী শেয়ার ও পরিচালনা পর্ষদে সরকারি কর্মকর্তার প্রতিনিধিত্ব: তামাক কোম্পানির স্বার্থ উদ্ধারের কৌশল!

বর্তমানে বিএটি বাংলাদেশ-এ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৯.৪৯% শেয়ার আছে এবং বিএটিবি'র 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস' এ সরকারের বর্তমান ও সাবেক উচ্চপদস্থ একাধিক কর্মকর্তা নিযুক্ত রয়েছেন।[৭ ৮] বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিএটিবি'তে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। শেয়ার নেই এমন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকেও বিএটিবি'র পরিচালনা পর্ষদে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাচ্ছে যা তামাক কোম্পানিটি'র একটি সুক্ষ কৌশল! যেমন: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব।

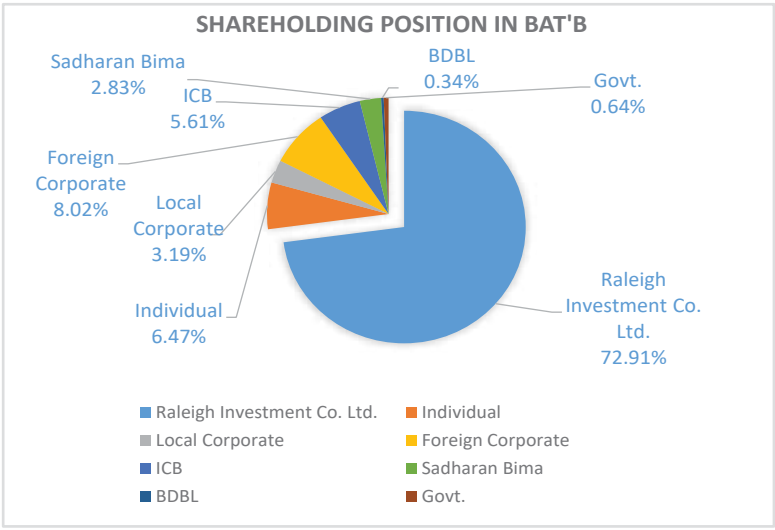

চিত্র: বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো-বাংলাদেশ কোম্পানিতে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের শেয়ার।

[5] https://www.thedailystar.net/health/disease/news/rising-health-risk-2948321
[6] Daily Prothomalo, 25 April, 2016
[7] https://www.batbangladesh.com/group/sites/BAT_9T5FQ2.nsf/vwPagesWebLive/DOA53DJK?opendocument
[8] https://www.batbangladesh.com/group/sites/BAT_9T5FQ2.nsf/vwPagesWebLive/DOA53LZ4?opendocument

বোর্ডে সরকারি প্রতিনিধি রেখে আইন, নীতিতে প্রভাব বিস্তার:

তামাক বছরে লক্ষাধিক মানুষ মারছে, অর্থনীতি, পরিবেশ-প্রতিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করছে সেই 'তামাক' ব্যবসায় শেয়ার এবং কোম্পানিতে সরকারের প্রতিনিধি থাকায় জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তামাক কোম্পানিগুলোর নগ্ন হস্তক্ষেপের ফলে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত এবং অপেক্ষাকৃত দূর্বল হয়ে থাকে। গণমাধ্যমের তথ্যে দেখা যায়, বিগত দিনে বাংলাদেশে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন' এর বিধিমালায় তামাক কোম্পানি তাদের পক্ষে বিধান যুক্ত করে নিয়েছে।[৯] বিধি অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের নির্দিষ্ট সময় ১৮ মাস দীঘায়িত করা হয় এবং আইনে উপরিভাগে উল্লেখ থাকলেও নিম্নাংশের ৫০% জায়গা জুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মূদ্রণ করা হয়েছে।

আইন/নীতিতে প্রভাব বিস্তার, সুবিধা আদায়, রাজস্ব ফাঁকি, ছল-চাঁতুরী এবং বিভিন্নভাবে সরকারকে চাপ প্রয়োগের ঘটনাও নতুন নয়। যেমন: জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল (জেটিআই) কোম্পানির পক্ষে অর্থমন্ত্রীকে লেখা জাপানি রাষ্ট্রদূতের চিঠিতে বলা হয়, 'জেটিআই-এর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কোন তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ নেয়া হলে তা বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ জাপানি বিনিয়োগের (এফডিআই) পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।' যা এক প্রকার হুমকি! এছাড়া ২০১৭ সালে বিএটি'বি ১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকায় কর ফাঁকির ঘটনা বে-আইনী প্রক্রিয়ায় সমঝোতা করতে তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার অর্থমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন।

২০২০ সালে তামাক কোম্পানিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব থাকার নেতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়েছে। করোনাকালীন ঐ সময়ে সমস্ত উৎপাদনমুখী সেক্টরগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলেও শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ অনুমোদন নিয়ে কঠোর লকডাউনের সময়েও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণন অব্যহত ছিলো। এমনকি আইন লঙ্ঘণ করে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণাও চালিয়েছে তামাক কোম্পানিগুলো! স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে ২০১৮ সালে প্রণীত 'স্থানীয় সরকার বিভাগের তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রয়োগেও বাধা সৃষ্টি করছে তামাক কোম্পানিগুলো।[১০] এছাড়া অসংখ্য নীতিতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের উদাহরণ রয়েছে। ফলে ৮০টি দেশের মধ্যে পরিচালিত তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত গবেষণার বৈশ্বিক সূচকে ৭২ স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের অবস্থান অবনতি হয়ে এখন ৬২তম।[১১]

বর্তমানে কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের পরিমাণ ও সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা:

সিনজেনটা, নোভারটিস, ইউনিলিভার বাংলাদেশ এর মতো বহুজাতিক কোম্পানিতে বিএটিবি'র চাইতে দ্বিগুণের বেশি শেয়ার থাকলেও তাদের পরিচালনা পর্ষদে বিএটিবি'র মতো এত বেশি সংখ্যক সরকারি প্রতিনিধি নেই। বর্তমানে বিএটিবি'র মোট ৫৪ কোটি শেয়ারের মধ্যে সরকারের শেয়ার আছে মাত্র ৩৪ লাখ ৮১ হাজার ৪১৬টি, যা মাত্র ০.৬৪ শতাংশ! এই শেয়ারের জন্য ৩ পরিচালক সরকারের। অপরদিকে, ৭৩ শতাংশ বিএটিবি'র হাতে থাকলেও তাদের পরিচালক মাত্র ৪ জন!

বহুজাতিক কোম্পানির নাম	(%) হিসেবে শেয়ার	পরিচালনা পর্ষদে সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা
সিনজেনটা	৪০%	২ জন
নোভারটিস	৪০%	২ জন
ইউনিলিভার বাংলাদেশ	৩৯%	১ জন
ইউনিলিভার কনজ্যুমার	১১%	১ জন
আইপিডিসি ফ্যাইনান্স লিমিটেড	২১.৮৮%	২ জন
জিএসকে বাংলাদেশ লিমিটেড	১২.৭৫%	১ জন
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	১৬.১১%	১ জন
বিএটি বাংলাদেশ	*৯.৪৯%*	*৫ জন*

২০১১-২০২১ বিগত দশ বছরে বিএটিবি'র পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক পদে সরকারের ২০জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১২] এই তালিকায় শিল্প, অর্থ, জনপ্রশাসন, শ্রম ও কর্মসংস্থান, কৃষি, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ উল্লেখিত সময়ে বিএটিবি'তে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং বর্তমানেও রয়েছেন।

পরিচালনা পর্ষদে সরকারের প্রতিনিধি রেখে তামাক কোম্পানি নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার এবং তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সিদ্ধির কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবকেও এ তালিকায় অন্তভূক্ত করা হয়েছে তামাক কোম্পনির ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য।

বিগত দশ বছরে (২০১১-২০২১) বিএটিবি'র পরিচালনা পর্ষদে সরকারি কর্মকর্তার প্রতিনিধিত্ব:

ক্রমিক	*পদবী*	*মন্ত্রণালয়/দপ্তর*	*সময়কাল*
০১.	সচিব	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২০১০
০২.	চেয়ারম্যান, সচিব	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০১০-২০২১
০৩.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ (আইসিবি)	২০১০-২০১৪
০৪.	সচিব	মৎস ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়	২০১১-২০১৪
০৫.	অতিরিক্ত সচিব	অর্থ মন্ত্রণালয়	২০১১
০৬.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিনিয়র সচিব, সচিব	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, কৃষি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়	২০১২-২০২০
০৭.	চেয়ারম্যান, অতি: সচিব	পেট্রোবাংলা, অর্থ মন্ত্রণালয়	২০১২-২০১৭
০৮.	সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০১৪-২০১৬
০৯.	সচিব	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২০১৫-২০১৭

[9] https://www.jagonews24.com/special-reports/news/534321
[10] https://www.dailynayadiganta.com/opinion/622665
[11] https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/GlobalTIIIndex2021.pdf
[12] http://www.wbbtrust.org/clock_uploads/files/Name%20of%20Board%20member%20in%20the%20BAT%20board%20last%20ten%20years.pdf

১০.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ (আইসিবি)	২০১৫-২০১৬
১১.	সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০১৭
১২.	অতিরিক্ত সচিব	অর্থ মন্ত্রণালয়	২০১৭-২০১৯
১৩.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ (আইসিবি)	২০১৭
১৪.	সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০১৮-২০১৯
১৫.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ (আইসিবি)	২০১৮
১৬.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ (আইসিবি)	২০১৯-২০২১
১৭.	সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২০-২০২১
বর্তমানে যারা আছেন			
১৮.	সিনিয়র সচিব	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২০২১ হতে...
১৯.	পরিচালক	বাংলাদেশ ব্যাংক	২০১৯ হতে...
২০.	অতিরিক্ত সচিব	অর্থ মন্ত্রণালয়	২০২০ হতে...
২১.	সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১ হতে...
২২.	সিনিয়র সচিব	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২০২১ হতে...

*২০২২ সালের মে মাস পর্যন্ত।

তামাক কোম্পানিতে শেয়ার ও সরকারী কর্মকর্তার প্রতিনিধিত্ব থাকার ফলে-

- তামাক নিয়ন্ত্রণ/জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির সরাসরি অংশগ্রহণ ও হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে। ফলে আইন/নীতি দূর্বল এবং নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়;
- তামাক কোম্পানিগুলো সরকারকে যুক্তি দেয় যে-
  - তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই/কাজ করবে না
  - সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হবে, বেকারত্ব ঘটায়
  - তামাকের চোরাচালান বৃদ্ধি পাবে, চোরাকারবারিরা লাভবান হবে
  - তামাক নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ ধূমপায়ী ও তামাক চাষীদের প্রতি অন্যায়
- এফসিটিসি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক এবং এর প্রতিপালনে বাধা সৃষ্টি করে;
- জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন/নীতিতে জনস্বার্থ সঙ্কুচিত এবং এর প্রয়োগ দূর্বলতর হয়;
- সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভ্রান্তকর তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো নিজস্ব স্বার্থ হাসিল করে থাকে;
- তামাক কোম্পানিগুলো আইন লঙ্ঘণে উৎসাহী হয় এবং সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচির আড়ালে প্রচারণা চালায় এবং
- কিশোর-তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে তামাক কোম্পানির আগ্রাসি প্রচারণার ফলে;

বিদেশি বিনিয়োগে জনস্বাস্থ্য উপেক্ষিত!

২০১৮ সালে জাপান টোব্যাকো কোম্পানি (জেটিআই) প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকায় বাংলাদেশী কোম্পানি 'আকিজ টোব্যাকো'র তামাক ব্যবসা কিনে নেয়। ২০২০ সালে 'এশিয়ান টোব্যাকো লিমিটেড' ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় একটি সিগারেট এবং তামাক প্রস্তুতকারক প্ল্যান্ট বসাতে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর সাথে চুক্তি করে।[১৩] বাংলাদেশ বিশ্বের ৮ম বহত্তম সিগারেটের বাজার এবং 'ফরেইন ইনভেস্টমেন্ট'র নামে এভাবে দেশে বছরে ২ শতাংশ হারে বাড়ছে সিগারেটের উৎপাদন।[১৪] উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সে বিনিয়োগ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব কি না, তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। যে পণ্য বছরে লক্ষাধিক মানুষ মারছে, অর্থনীতি, পরিবেশ-প্রতিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করছে সেই 'তামাক' ব্যবসায় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ সহায়তা ও তামাক ব্যবসার লভ্যাংশ গ্রহণ করা নৈতিকতা বিরোধী।

করণীয়:

তামাক কোম্পানিতে সরকারি শেয়ার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও নীতি বিরুদ্ধ এবং প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। যা সরকারের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইতিবাচক প্রচেষ্টাসমূহকে জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তামাকের ব্যবসায় সামান্য শেয়ার এবং সরকারী প্রতিনিধিত্ব রেখে তামাক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, যা তামাক কোম্পানিগুলোকেই লাভবান করে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন নীতি গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অবাধ হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়!

বৈশ্বিকভাবেও বিষয়টি আমলে নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে সুইডেন, নিউজিলান্ড ও নরওয়েসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তামাক কোম্পানি থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করেছে।[১৫] [১৬] তামাকজনিত অকালমৃত্যু রোধ, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন/নীতি বাস্তবায়ন, এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ বাস্তবায়নসহ সার্বিক দিক বিবেচনায় অনতিবিলম্বে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি থেকে সরকারের ৯.৪৯% শেয়ার প্রত্যাহার করে নেয়া উচিৎ। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি গতিশীলকরণ, নৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় এবং বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করার স্বার্থেই সরকারকে এ অবস্থান থেকে সরে আসার বিকল্প নেই।

---

[13] https://www.aparajeobangla.com/news/economy-development/4205
[14] https://www.bbc.com/bengali/news-45100590
[15] https://www.ap1.se/en/news/changes-to-the-ap-funds-act/
[16] https://nzsuperfund.nz/sites/default/files/documents-sys/Responsible%20Investment%20Background%20Information%20Tobacco%20Divestment%20231007_0.pdf

মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস)
[Association for the Prevention of Drug Abuse]
15/A, Green Square, Green Road, Dhaka-1205, Bangladesh, T: 02-223361472, M: +88 01819212678
E-mail: prof.arupratanchoudhury@yahoo.com, manasbd1989@gmail.com | Website: www.manasbangladesh.org | Facebook/manasbd1989